শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 APR 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

22

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর প্রসঙ্গে

মোঃ জহিরুল হক শামীম

পূর্ব প্রকাশের পর

পরিশেষে নিঃসন্দেহে বলা যায়, দীর্ঘ ২৩০ বছর পর বৃটিশ প্রবর্তিত গোলামী যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার শিকল ভেঙে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান মিলে মিশে একাকার হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দেয়াল ডিঙ্গিয়ে অনন্ত জ্ঞানালোকের সন্ধানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িয়ে আছে এ উপমহাদেশের বিভিন্ন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের আজীবন লালিত স্বপ্ন-সাধ। এ বিশ্ববিদ্যালয় এ উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমানের আকাঙ্ক্ষার ফসল। এ বিশ্ববিদ্যালয় সারা মুসলিম জাহানে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের আলোকবর্তিকা বহন করছে। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান অস্থির সময়েও কোন রাজনৈতিক কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ি নেই, দলাদলি নেই, শ্বেত-সন্ত্রাস নেই, নেই কোন বোমাবাজি, অরাজকতা, খুন-খারাবী অথবা ছাত্র অসন্তোষ, ধর্মঘট বা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণহরণকারী সেশন জটের কোলো থাবা। যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর নির্ধারিত তিন বছরে অনার্স কোর্স সম্পন্ন করে বিশ্ববিদ্যালয়টি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যাচ্ছে। যে বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশে বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার কবর রচনা করে যুগান্তকারী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে বাংলাদেশ বিশ্ব ইসলামী উম্মাহ্‌র নিকট প্রশংসিত হয়েছে— যে মুহূর্তে বর্তমান আধুনিক যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে মুসলিম বিশ্বের জন্য নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন সর্বাধিক। ঠিক সে মুহূর্তে হঠাৎ করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল শান্তিডাঙ্গা দুলালপুরে স্থানান্তরের সম্প্রতি ঘোষিত মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত এ দেশবাসী তথা এ উপমহাদেশের কোটি কোটি দেশপ্রেমিক মুসলিম জনগণের নিকট একটি প্রশ্নেরই জন্ম দিয়েছে— কেন এই স্থানান্তর? কাদের স্বার্থে? সম্প্রতি যেখানে সরকার দেশে আরও ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন; সেখানে শান্তিডাঙ্গা দুলালপুরের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ব্যবহার করে অনায়াসে অত্যন্ত স্বল্প সময়ে আরও একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যায় না কি? বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এবং এ দেশবাসী কোটি কোটি মুসলমান জনগণের জন্য বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার বদলে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে, এ দেশবাসী মুসলমান জনগণের অতীত ঐতিহ্যের আলোকে সেটাই হবে অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। যা সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ্‌র নিকট হবে প্রশংসিত এবং প্রতিভাত হবে মুক্তির দিশারীরূপে। ইসলামী শিক্ষার ইতিহাসে সংযোজন করবে আরও একটি গৌরবোজ্জ্বল স্বর্ণযুগ। তাই উক্ত পর্যালোচনা শেষে অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়" বর্তমান স্থান গাজীপুর থেকে স্থানান্তর না করে শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে দেশের "দ্বিতীয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করা বিশ্ব ইসলামী উম্মাহ্‌র স্বার্থে এবং বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার কবর রচনা করে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে যুগের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং কল্যাণকর। আর এটাই এদেশবাসী তথা এ উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমানের প্রাণের দাবী। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং পাক কোরআনে ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ্‌তা'আলা তোমাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করেছেন, তিনি যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী বিচার কর এবং শাসনকার্য পরিচালনা কর। লোকদের খেয়ালখুশী অনুসরণ করো না।" □